যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১০১৮

১/ বিবিধ

আরবী

تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم، فإنه من كانت الدنيا أكبر همه، أفشى الله عليه ضيعته، وجعل فقره بين عينيه، ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله له أموره، وجعل غناه قلبه، وما أقبل عبد بقلبه، إلى الله تعالى إلا جعل الله عز وجل قلوب المؤمنين تفد عليه بالود والرحمة، وكان الله إليه بكل خير أسرع

موضوع

رواه ابن الأعرابي في " معجمه " (177 ـ 178) وعنه القضاعي في " مسند الشهاب " (58/2) والطبراني في " المعجم الأوسط " (رقم ـ 5157 ـ مصورتي) والبيهقي في " الزهد " (98/2) والسمعاني في " الفوائد المنتقاة " (2/2) وكذا أبو نعيم في " الحلية " (1/227) عن جنيد بن العلاء بن أبي وهرة عن محمد بن سعيد عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء مرفوعا، وقال أبو نعيم تبعا للطبراني

تفرد به جنيد بن العلاء عن محمد بن سعيد

قلت: جنيد هذا مختلف فيه، فقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال ابن حبان: ينبغي مجانبة حديثه، كان يدلس، ثم تناقض فذكره في " الثقات " أيضا! وقال البزار ليس به بأس

قلت: فآفة الحديث من شيخه محمد بن سعيد وهو ابن حسان المصلوب، وهو كذاب، صلب في الزندقة كما قال الذهبي في " الضعفاء "، وفي ترجمته ساق الذهبي له هذا الحديث، وقال الهيثمي في " المجمع " (10/248)

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه محمد بن سعيد بن حسان المصلوب وهو كذاب

وعزاه المنذري في " الترغيب " (4/82) للطبراني في " معجميه "، والبيهقي في " الزهد "، وأشار إلى تضعيفه

বাংলা

১০১৮। সাধ্যমত তোমরা দুনিয়ার চিন্তাগুলো হতে মুক্ত থাক। কারণ যার সর্ববৃহৎ চিন্তাভাবনা হবে দুনিয়া কেন্দ্রিক আল্লাহ তা'আলা তার উপর তার কর্ম ব্যস্ততাকে ছড়িয়ে (বাড়িয়ে) দিবেন এবং দরিদ্রতাকে তার দু'চোখের সামনে করে দিবেন। আর যার সর্ববৃহৎ চিন্তা হবে আখেরাত কেন্দ্রিক আল্লাহ তা'আলা তার কর্মগুলোকে তার জন্য একত্রিত করে (কমিয়ে) দিবেন এবং তার হৃদয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এনে দিবেন। কোন বান্দাহ যখন তার হৃদয় সমেত আল্লাহ তা'আলার দিকে ধাবিত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা ভালবাসা ও দয়া সহকারে মুমিনদের হৃদয়গুলোকে তার নিকট নিয়ে আসেন। আর আল্লাহ তা'আলা অতি দ্রুত তার দিকে প্রত্যেক কল্যাণকর বস্তু নিয়ে আসেন।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনুল আরাবী তার "মু'জাম" (১৭৭-১৭৮) গ্রন্থে, তার থেকে কাযাঈ "মুসনাদুশ শিহাব" (২/৫৮) গ্রন্থে, ত্বারানী "আল-মুজামুল আওসাত" (নং ৫১৫৭) গ্রন্থে, বাইহাকী "আয-যুহুদ" (২/৯৮) গ্রন্থে, সাম'আনী "আল-ফাওয়াইদুল মুনতাকাত" (২/২) গ্রন্থে ও অনুরূপভাবে আবু নোয়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (১/২২৭) গ্রন্থে জুনায়েদ ইবনুল আলী ইবনে আবী ওয়াহরাহ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ হতে, তিনি ইসমাঈল ইবনু ওবায়দিল্লাহ হতে, তিনি উম্মুদ দারদা হতে, তিনি আবুদ দারদা (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আবু নুয়াইম ত্বারানী অনুসরণ করে বলেছেনঃ জুনায়েদ ইবনু আলা এককভাবে মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ জুনায়েদ সম্পর্কে মতভেদ করা হয়েছে। আবু হাতিম বলেনঃ তিনি সালেহুল হাদীস। ইবনু হিব্বান বলেনঃ তার হাদীস হতে বেঁচে থাকা উচিত, তিনি তাদলীস করতেন। অতঃপর তার বিষয়টি তার নিকট গোলমেলে হয়ে যায়, ফলে তিনি তাকে নির্ভরযোগ্যদের মধ্যেও উল্লেখ করেন! বাযযার বলেনঃ তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে তার শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ হতে, তিনি হচ্ছেন ইবনু হাসসান আল-মাসলূব। কারণ তিনি মিথ্যুক যেমনটি যাহাবী "আয- যুয়াফা" গ্রন্থে বলেছেন। তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়েই যাহাবী এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

হায়সামী "আল-মাজমা" (১০/২৪৮) গ্রন্থে বলেনঃ মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ মিথ্যুক।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71897

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন